R. N. No 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
শ্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭৩শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৩১শে আষাঢ় বুধবার, ১৩৯৩ সাল। ১৬ই জুলাই ১৯৮৬ সাল। | নগদ মূল্য : ৩০ পয়সা বার্ষিক ১৫৲ সডাক

বাজার দুর্মূল্য, রেশন সরবরাহ অনিয়মিত, গ্রামে হাহাকার

বিশেষ সংবাদ প্রতিবেদক : মহকুমার প্রত্যেকটি বাজার ঘুরে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চার হয়েছে তাতে বলা যায় জঙ্গিপুর মহকুমা অঘোষিত দুর্ভিক্ষের কবলে। চালের দর ৪/৪·৫০ টাকা কেজি। ডাল নিম্নমানের হলেও ৬/৬·৫০ টাকার নীচে নয়। সরষে তেল ১৮-১৯ টাকা, রেপসিড ১৬ টাকা। তরকারী আলু ৩ টাকা, বেগুন ২ টাকা, পটল দুষ্প্রাপ্য দাম ২·৫০ টাকা। কুমড়ো ২ টাকা, ঝিঙে ১·৫০ টাকা। যে কোন প্রকারের শাক ১ থেকে ১·৫০ টাকা। মাছ খাওয়া বিলাসিতা। ছোট পুঁটি মাছের দরও ১৫ টাকা কেজি। ইলিশ ৩৫ থেকে ৪০ টাকা। মাংস ৩০ টাকা কেজি। সরকারী কর্মীদের বেতন বাড়ছে তবুও তারা সংসার চালাতে হিমসিম খাচ্ছেন। বৃষ্টি না হওয়ায় চাষ আবাদ বন্ধ। খেটে খাওয়া মানুষদের চলছে অর্দ্ধাহার অনাহার। শহরাঞ্চলের মানুষ তাও বিভিন্ন পেশার সুযোগে দুটো ভাত পেটে দিচ্ছেন। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে অনাহার নিত্যনৈমিত্তিক। তদুপরি সরকারী রেশন সরবরাহ মানুষের সঙ্গে ব্যঙ্গ করছে বলেই ধারণা হয়। অনিয়মিত সরবরাহতো আছেই, তারউপর যে চাল ও গম দেওয়া হয় তা পশুরও অখাদ্য। পয়সা দিয়ে কিনে যদি খাওয়া না যায়, যদি খেলে অসুখ করে তবে তা মানুষকে দেওয়াতো নির্মম রসিকতা ছাড়া আর কি! দুঃস্থ, অভাবগ্রস্ত, কর্মে অক্ষম মানুষদিকে যে জি, আর দেওয়া হয় তা কি করে যে সরকার দেন তা বোঝা দুষ্কর। পোকায় খাওয়া গম, যা ঝাড়াই বাছাই করলে পাঁচ কেজিতে আড়াই কেজি দাঁড়ায় তা ওয়া না দেওয়া দুইই সমান। তাও আবার সময় নষ্ট করে লাইন দিয়ে প্রথম আনতে হয় জি, আর কে কেন; তা দেখিয়ে আরেকবার লাইন দিয়ে রেশন দোকান থেকে ডিলারের চোখ রাঙানী খেয়ে মেলে অনেক কষ্টে ঐ পোকা খাওয়া অখাদ্য গম। ভিক্ষা করে ভাঙানীর পয়সা যোগাড় করে গম ভাঙিয়ে তবে আটা পাওয়া যায়। সে আটার রুটী করার মত কাঠ খড় যোগাড় করা সেও এক হুজ্জুতি কারবার। গ্রামে রেশন ডিলাররা জিনিষপত্র এমনকি কেরোসিনও বিক্রি করছে না এ অভিযোগ আশেপাশের বহু গ্রামবাসীর। রেশন ডিলাররা নাকি বলছেন বর্ষায় রাস্তাঘাট খারাপ হয়ে যাওয়ায় শহর থেকে রেশনের জিনিসপত্র আনা বিশেষ ব্যয়সাধ্য। সরকার থেকে সে খরচ বহন করে না। আমাদের লোকসান হয়। তাই আমরা মাল তুলছি না।' এ কথা সত্য কিনা খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের অনুসন্ধান করা উচিত। আমাদের কাছে সংবাদ আছে গ্রামের রেশন ডিলাররা অনেকক্ষেত্রে বাজারে চিনি, গম ও কেরোসিনের দাম বেশী থাকায় তা বিক্রি করে দেয় ও গ্রামবাসীদেরকে ঐ সব কথা বলে। যাই হোক সবদিক থেকেই হাহাকার গ্রাম বাংলার আকাশে দুর্ভিক্ষের ছায়া ফেলেছে।

জঙ্গিপুরে কংগ্রেস, ধুলিয়ানে ফ্রন্ট পুর বোর্ড গড়ল

বিশেষ প্রতিবেদক : শেষতক নির্দল প্রার্থী পরমেশ পাণ্ডেই বোর্ড গড়লেন কংগ্রেস (ই)র সমর্থনে। পরমেশবাবু গত বোর্ডে আর, এস, পির কমিশনার ছিলেন। এবারের নির্বাচনে আর, এস, পি দলগত কারণে তাঁকে মনোনয়ন না দিলেও তিনি নির্বাচনী প্রচারে নিজেকে একজন বামপন্থী মানুষ হিসাবেই চিহ্নিত করে এসেছেন। নির্বাচনের পরবর্ত্তী পরিস্থিতিতে বিগত একমাস জঙ্গিপুর শহরে পুরবোর্ড গঠন নিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে অনেক জলঘোলা হয়েছে। কংগ্রেস পক্ষ প্রথম থেকেই বলে এসেছে—কংগ্রেস দল পরমেশ পাণ্ডের সমর্থনে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নেন এবং তাদের সমর্থনে তিনি জয়লাভ করেন ইত্যাদি। যদিও পরমেশ পাণ্ডের অনুগামীরা এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁদের উক্তি পরমেশ-

দিবালোকে খুন পুলিশ নাক ডাকাচ্ছে

ধুলিয়ান : গত ১৪ জুলাই বেলা একটা নাগাদ অন্তর্দীপা গ্রামে ১৫/২০ জনের এক বিক্ষুব্ধ জনতা ঐ গ্রামের দীনবন্ধু মণ্ডল (৬০) ও তার স্ত্রী (৫০) লাঠি দিয়ে পিটিয়ে, হাঁসুয়া দিয়ে কেটে ও পরে পিস্তলের গুলিতে উভয়কে নৃশংসভাবে খুন করে। হত্যাকাণ্ড শেষে তারা উল্লাস ধ্বনি সহকারে গ্রামের বহুলোকের সামনে দিয়ে চলে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে কিন্তু কেউ ধরা পড়ে না। গ্রামের কোন প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন—অপরাধীরা গ্রামেরই লোক এবং কংগ্রেস সমর্থক। তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে ধরিয়ে দিলে তাকেও খুন করা হবে বলে দুর্বৃত্তরা ভয় দেখাচ্ছে। এমনকি যারা মৃতের সৎকার করেছেন তাদিকেও খুন করা হবে বলে শাসানো হচ্ছে। হত্যার কারণ জানা যায়নি। তবে গ্রামের লোকের অভিযোগ, পুলিশ সকলকে চেনে ও জানে কিন্তু কোন গোপন আঁতাতের জন্য তাদিকে ধরছে না। এর পূর্বেও গত ৮ জুলাই আঁকুড়া গ্রামে (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাবু নিজের ব্যক্তিগত প্রভাবেই জয়ী হয়েছেন। খবরে প্রকাশ, শ্রীপাণ্ডে বাম জোটের সঙ্গে বোর্ড গঠনে সহযোগিতা করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন এবং এস, ইউ, সি কংগ্রেস বিরোধী বোর্ড গঠনে চেষ্টা চালালে তিনি আলোচনায় বসতেও রাজী থাকেন। বামফ্রন্টের সঙ্গে এস, ইউ, সি একত্রে সিদ্ধান্ত নেয় যে যদি নির্দল প্রার্থী তাঁদের সাথে আলোচনায় বসেন ও তাঁদিকে সমর্থন করেন তবে তাঁরা কংগ্রেস বিরোধী বোর্ড গঠনে তাঁকে সাথী করে নেবেন। অপর পক্ষ কংগ্রেস (ই)ও সচেষ্ট হন বাম কমিশনারদের মধ্যে ভাঙ্গন ধরিয়ে বাম জোটকে দুর্বল করে তুলতে। গত ১৪ জুলাই দৈনিক 'আজকাল' পত্রিকায় রাজ্য নেতৃত্বের পক্ষে সুদীপ ব্যানার্জী প্রতিবেদনে জানান (শেষ পৃষ্ঠায়)

১৯৮৬ সালের নতুন চা—গৌহাটী, শিলিগুড়ি ও কলকাতার বাজার দরের সাথে সমতা রক্ষা করে চা ভাণ্ডারে পাওয়া যাচ্ছে "পাইকারী চা"। বেকার ও নতুন ব্যবসায়ীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।

ডায়মণ্ড বেকারী
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ড্যায়াইটিজ পাউরুটি ও বিস্কুট
প্রস্তুতকারক

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩১শে আষাঢ় বুধবার, ১৩৯৩ সাল

ভোটের খেলা

গত ১৫ জুন পুরনির্বাচন পর্ব শেষ হইয়াছে। জনগণের পছন্দমত প্রার্থীরা নির্বাচিত হইয়াছেন। অতএব জনসাধারণের দায়িত্বও খতম হইল। এইবার আরম্ভ হইবে কমিশনার বাবুদের খেলা। কোন দল গদি দখল করিবেন সেই খেলাই এখন শুরু হইয়াছে গোপনে ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড় করিয়া। গুণ, বিদ্যাবুদ্ধি থাকুক বা না থাকুক, সকলেই নিজেকে ভোট যুদ্ধে জয়ী হইয়া যোগ্যতম ব্যক্তি ভাবিতেছেন। সমাজ জীবনে অপাংক্তেয় ব্যক্তিও নানা ছল চাতুরীর সাহায্যে কোনরূপে নির্বাচিত হইয়াই ভাবিতেছেন তিনি জনগণ অধিনায়ক, তিনি সকলের মাথা হাতে কাটিবার অধিকারী। এমনকি অন্যের জয়লাভে তিনিই যে প্রধান সারথি একথা তারস্বরে নিজে ও তাঁহার বশংবদদের দ্বারা প্রচার করাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন। ভালভাবে বিচার বিশ্লেষণ করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে নির্বাচন একটি বিরাট প্রহসন। মাত্র ১৫/২০ শতাংশ শিক্ষিতের দেশে নির্বাচন যোগ্যতার বিচারে হওয়া অসম্ভব. যোগাড়েই জয় হইতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়। এই যুদ্ধে সম্প্রতি যে অস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা হইতেছে বেশ কিছু বশংবদ ব্যক্তির অহরহঃ প্রচার যে প্রার্থী দেবতুল্য। তিনি দিনকে রাত করিতে পারেন, রাতকে দিন। তিনিই একমাত্র শরণ্য। তাঁহার শরণ লইতে পারিলে আর কোন ভয় থাকে না। অর্থ, প্রভাব, সকল কিছু দিয়াই তিনি শরণাগতকে রক্ষা করিতে সক্ষম। অর্থের দাপটে প্রশাসনিক টিকি তাহার হাতে বাঁধা। সে কারণেই দেখা যায় জয়লাভে সমর্থ হয় এই সব 'বাবু' নামে খ্যাত কর্তাব্যক্তিরাই। সত্যিকারের গুণী ব্যক্তি যাঁহারা এসব কায়দা কানুন বোঝেন না তাঁহারা পরাজিত হইয়া থাকেন অতি সহজেই। কোন যুগেই এ নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল না। দাদাঠাকুরের ১৩৩২ সালের রচনার অংশ বিশেষ উদ্ধৃতি দিলে এ তথ্য সহজেই প্রমাণ করা সম্ভব হইবে।

"মিউনিসিপ্যালেটির কার্য্যকাল শেষ হয়ে গেল। আবার ঢেলে সাজাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। জানি না মিউনিসিপ্যাল রাজহস্তী কোন্ ভাগ্যবানকে শুণ্ডে ধারণ করে সিংহাসনে বসাবে। করদাতাদের কিম্বৎ কমিশনার নির্বাচনের সময় ফুরিয়ে গেছে। এখন প্রার্থীদের ভাগ্য নির্ভর করছে জয়ী প্রার্থীদেরই মেহেরবাণীর উপর। এই চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানী তক্ত যোগ্যতার জিনিস নয়, অনেকস্থলে যোগাড়েরই জয় দেখা যায়।.....

যিনিই মসনদে বসুন, যোগ্যতা, বিদ্যাবুদ্ধি তাঁর থাকুক আর নাই থাকুক করদাতাগণের তাহাতে কিছু আসে যায় না। শহরের ঝাড়ুদারী রোসনাইদারী, মুদ্দফরাসী আর খেয়াঘাটের ঘেটেলী কাজ সুশৃঙ্খলার সঙ্গে হলেই শহরের ছোট বড় সবাই সেই চেয়ারম্যানকে সাবাসী দিয়ে থাকে।-কিন্তু যে কর্মীগণ এইসব বেগারী আর্থিক লাভে শূন্য (?) পদে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাঁদের পক্ষে কাজকারবার করবার সময় কুলিয়ে উঠে না। তাঁদের দ্বারা দেশের কাজ যেরূপ সুচারুরূপে (?) সম্পন্ন হওয়ার আশা করা যায় করদাতাগণ তাই পেয়ে থাকে। তাদের ঘটিবাটি তোলা পয়সার কিরূপ সদ্ব্যবহার হয়তো খোদাই জানেন। ...পূর্ত্তকার্য্যের ধূর্ত্ততায় অনেক অর্থ খোলাং কুচির মত উড়ে যায়। "নিশিদিন তোমায় ভালবাসি, তুমি অবসর মত বাসিও" ব্যতীত করদাতাগণ যেন আর বেশী আশা না করেন। এই কমিশনারগণের অবস্থাও ষড়ভুজ মহাপ্রভুর মত—

"রামরূপে ধনুক ধরে কৃষ্ণরূপে বাঁশী।
চৈতন্যরূপে ডোরকৌপীন, প্রভু নবীন সন্ন্যাসী॥"

দুষ্টলোক বলে—"দশেতো এঁদের ঘাড়ে কাজ দেয় না, এঁরাই দশের ঘাড়ে চেপে সব ভার নিজেরাই নিয়ে থাকেন ; এটা এঁদের কাম্যবস্তু সেইজন্য দ্বারে দ্বারে ফিরে খোসামোদ করে ভক্তে বসবার চেষ্টা পান।"

কথাগুলি সবই বড় সত্যি। কেন না দুএকজন কমিশনার ব্যতীত প্রায় সকলেই আপন আপন স্বার্থচিন্তায় মগ্ন হইয়া পড়েন এবং পাঁচ বছরের এই কার্য্যকালকে স্বর্ণডিম্ব প্রসবকারী হংস বলিয়া মনে করিয়া আখের গুছাইতে ব্যস্ত হইয়া থাকেন। সকল কিছু বুঝিতে পারিয়াও করদাতাগণ গণতন্ত্রের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে দুহাত তুলিয়া নৃত্য করিয়া ভাবিতে থাকেন—তাহারা যাঁহাকে পাঠাইয়াছেন তিনি তাঁহাদের সকল সমস্যা দূর করিয়া দিবেন।

নয়া ঈশপের অপ্রকাশিত গল্প

(লালবর্ণ শৃগাল কথা)

এক বিশাল বন। বনে জানোয়ার অনেক। বাঘ, সিংহ, ভাল্লুক, বাঁদর ইত্যাদি। শেয়াল সংখ্যাতে বেশী। তবু জানোয়ার তো তারা তাই বুদ্ধিশুদ্ধি বেশ কম। ফলে চতুর শেয়ালদের মধ্যে রাজা হয় ছল চাতুরী করে। একবার এক শিয়াল নীল রংয়ের গামলায় পড়ে নীল হয়ে রাজা না হলেও সর্দ্দারী করেছিল। পরে শেয়ালরা তার উপর রেগে একজোট হয়ে বুদ্ধি খাটিয়ে তাকে আবার দলে ফিরিয়ে আনে। একজন বুদ্ধিমান শেয়াল নিজের দলের ছাড়াও অন্য পশুদের মদত পেতে ভাল দর্জি দেখে লাল জামা তৈরী করে গায়ে চড়িয়ে বনে ঘুরতে লাগলো। সবাই তাকে দেবদূত ভেবে রাজা করলো। পশু হলেও আধুনিক যুগতো, তাই নির্বাচন হয় মাঝে মাঝে রাজভক্তের জন্য। নির্বাচনের সময় এসে গেল। রাজার লাল জামা ততদিনে ফিকে হয়ে এসেছে। তা হলেও সেই লাল জামার দৌলতেই সে বাঘ, সিংহ প্রভৃতি পশুদের মন জয় করে ফেলুলো ও তারাও তাকে সাথী পেলে কৃতার্থ হবে মনে করতে লাগলো। শেয়ালরা দেখলো বিপদ। দল ভেঙ্গে লাল যদি ওদের দলে ভিড়ে যায় তবে আমাদিকে কেউ পুঁছবে না। আমাদের এতদিনের রাজত্বের বারো বাজবে। পরের ধনে পোদ্দারী করার দিন ফুরোবে। তাই তারা অভিজ্ঞ নীল শেয়ালের ঘরে জড়ো হলো। নীল তখন দোরে খিল দিয়ে হাত দিয়ে ভাত খাওয়াচ্ছিল তার পোষ্য ময়না টিয়াদের। পোষা টিয়া ময়না বুলি বলছে আর দুলছে :

"তুমি যারে কৃপা করো
তারেই রাজা করতে পারো"

সব শেয়াল দোরে কড়া নেড়ে ডাক দিল : নীল ভাই নীল ভাই ঘরে আছো কি/ দোর খোল দেখা দাও বিপদে পড়েছি। নীল হাসি হাসি মুখে দোর খোলে। সবাইকে দেখে বলে উঠে—কি ব্যাপার সবাই একসঙ্গে এখানে কেন? তারা বলে—লাল বোধহয় চাল দিল/ ওদের দলে চলে গেল। নীল মুচকী হেসে বললো যেতে দাও, কত দূর যাবে। জানোতো কথায় বলে—'সব শেয়ালের এক রা।' সেই বুদ্ধি প্রয়োগ করো। যেমন করে আমাকে ডুবিয়ে ছিলে, যার ফলে আমাকে হাত মিলাতে হয়েছে, সেই বুদ্ধি প্রয়োগ করো। সময়মত ডেকে ওঠো একসাথে। বুদ্ধি পেয়ে নীলকে নেতা করে সব শেয়াল লাল শেয়ালের গুহার পাশে রাতের আঁধারে ডাক দিল এক সাথে—'হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া।' যেই

(৩য় পৃষ্ঠায়)

কম্পুটারের সাহায্যে টেলি-ভিশনের মাধ্যমে শিশু-শিক্ষা

জগদীশ চৌধুরী

এবার শুধু স্কুল খুললেই হল, তাতে শিক্ষক নিয়োগের দরকার নেই। স্কুল গৃহের প্রতিটি ক্লাসে থাকবে বড় আকারের টিভি এবং ছাত্ররা। সমগ্র স্কুলটি পরিচালনার জন্য মাত্র কয়েকজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক থাকলেই যথেষ্ট—সব ক্লাসে তাঁরা না থাকলেও চলবে। কারণ পড়া করাবার মাধ্যম তো ঐ টেলিভিশন এবং শিক্ষক স্বয়ং 'কম্পুটার মহাশয়'।

ঐ কম্পুটার যন্ত্রটিকে যেমন শিক্ষা দিতে বলা হবে, সে তেমনই শিক্ষা দেবে। তাকে যত ভাল করে তৈরী করা হবে—ইংরেজিতে যাকে বলে খাওয়ানো অর্থাৎ ফীড্ করা হবে, শিক্ষামূলক বিষয়াদি দিয়ে, সে ঠিক ততটাই নির্ভুলভাবে, সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে তা-ই প্রকাশ করবে। আরো সুন্দর ভাবেও বটে। কারণ কম্পুটার কেবল নির্ভুল নয়, সে দ্রুতও কাজ করে এবং সেই সঙ্গে বিচার বিশ্লেষণ এবং বিকাশ ঘটাবার ক্ষমতাও তার আছে। অর্থাৎ সে নিপুণ ব্যক্তি, বিজ্ঞ জন, দক্ষ ব্যক্তি।

বৃটেনে এই কম্পুটার-পরিচালিত টেলি-ভিশনবাহিত শিক্ষা ব্যবস্থা যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ইতিমধ্যেই সে-দেশে এর ব্যাপক প্রয়োগ ও প্রসার ঘটেছে।

বলা বাহুল্য, ভারতের মত অনগ্রসর দেশ যেখানে অশিক্ষাই হল প্রধান বাধা এবং যেদেশে উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া বাস্তবিক খুব মুশকিল—এ ব্যাপারে স্বভাবতই আগ্রহ বোধ করছে। টি ভির মাধ্যমে দেশ বিদেশের খেলা নাচগান দেখানো হচ্ছে। ভাল কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু বাস্তবিকই যদি তাতে প্রকৃত শিক্ষা করা যায়, তবে এদেশের অনেক উপকার হয়। অবশ্য কেবল মাত্র কিছু বক্তৃতা, কিছু ছবি, কিছু ছক এসব দেখিয়ে শিক্ষা, পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা দেওয়া যায় না। চাই মনের যোগাযোগ, অনুভূতির যোগ। বৃটেনের ক্ষেত্রে কম্পূটার সে-কাজটাই করছে।

ভারত থেকে একদল শিক্ষাবিদ্ এজন্য উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের আলষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন সেখানকার ব্যবস্থাদি সরজমিনে দেখে আসার জন্য।

বিশ্বের অন্যান্য দেশও এ ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছে। কারণ, কম্পূটার-নিয়ন্ত্রিত টেলিভিশন পরিবেশিত শিক্ষার ব্যাপকতা সুদূরপ্রসারী, অথচ সামগ্রিক ভাবে খরচও তেমন বিশাল কিছু নয়।

তেমন হলে ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশই হবে সবচেয়ে বেশি লাভবান। কারণ এদেশে শুধু শিক্ষাই যে দরকারী, তা তো নয়, অতিশয় জরুরী দরকার বয়স্ক শিক্ষারও।

অবশ্য যদি শিক্ষার বিষয় যথার্থ শিক্ষা হয়—শিক্ষার নামে পশ্চিমের বিকৃত রুচি ও চিন্তাধারার প্রবেশ ঘটানো হলে আমরা আরো বেশি করে অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে যাব। (কম্পাস)

হবু রাজা গবু মন্ত্রী

ছড়াদার

হবুচন্দ্র অনেক ভেবে
করেই ফেলেন ঠিক।
রাজত্বটা ছেড়েই দেবেন
যে নেবে সে নিক্।
মহান হলেন হবুচন্দ্র
বিদ্রোহীদের ডেকে।
বলেন কথা হেসে হেসে
রাজ্য নেবে কে[illegible]?
এমন সময় গবু বলেন
হলেন কিগো পাগল।
ওদের কথায় ভুলে শেষে
বনলেন রামছাগল॥
রাজ্য ছেড়ে দেবেন যদি
(তবে) কিসের তরে বাঁচা।
তার চেয়ে তৈরী করুন
কাঁচা বাঁশের মাঁচা॥
আমি পাশে থাকতে বলুন
কি অভাব বা থাক্‌বে।
হুকুম করুন বলুন না হায়
কটা মাথা লাগবে॥
এই না শুনে হবু রাজা
মনে বেজায় খুশি।
বলেন গবু পারবে তুমি
বিদ্রোহীদের রুশি॥
গবু বলেন পারবো পারবো
দমবে ষড়যন্ত্রী।
হবুচন্দ্র রাজা হবে
গবুচন্দ্র মন্ত্রী॥

গ্রামের মানুষের জন্য সাংবাদিক সংস্থা

পত্রপত্রিকার মাধ্যমে মানুষের কথা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র সংবাদ পত্রগুলি একত্রিত হয়ে "ইনস্টিটিউট ফর মোটিভেটিং সেলফ এমপ্লয়মেন্ট" নামে একটি সংস্থা গড়ে তুলেছেন। এর সভাপতি হয়েছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক বিপ্লবী পান্নালাল দাশগুপ্ত। এই সংস্থা ঠিক করেছে ১) তারা পত্র পত্রিকার মাধ্যমে গ্রামগঞ্জের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য যেসব সরকারী ও বেসরকারী প্রয়াস চলছে সেগুলি সম্পর্কে ও তাদের ফলাফল সম্পর্কে খোঁজ রাখবে ও সংবাদ প্রচার করবে। ২) আইন ও প্রশাসন বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষকে যেসব নাগরিক অধিকার ও অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা দিয়েছে সেগুলি সম্পর্কে সকলকে অবহিত রাখা ও সেগুলিকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বাধা দূর করা। ৩) যেসব অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার, অবৈজ্ঞানিক মনোভাব উন্নয়নের প্রয়াসকে পিছিয়ে দিচ্ছে সেগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানো। ৪) পণপ্রথা, মাদকাসক্তি, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সকল সংস্থার আন্দোলন ও গণ-সংগ্রামে সহায়তা করা।

আমরাও এই সংস্থার সঙ্গে জড়িত হয়ে আমাদের এই মহকুমার গ্রামীণ সমস্যাবলী তুলে ধরতে চাই। গ্রামের মানুষের কাছে আমাদের আশা—তাঁরা নিয়মিতভাবে তাঁদের সুবিধা অসুবিধা আমাদের পত্রিকা অফিসে পাঠিয়ে এ বিষয়ে এগিয়ে যেতে সহায়তা করবেন।

অপ্রকাশিত গল্প

(২য় পৃষ্ঠার পর)

না সেই ডাক কানে যাওয়া, অমনি তা "কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশিলো গো"/ আকুল হলো লালের প্রাণ। লাল প্রাণভরে ঊর্দ্ধপানে মুখ তুলে সুর মেলালো হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া। তার গুমর ফাঁক হলো। লাল-জামা বিছানাতেই পড়ে রইলো সে ছুটে মিশে গেল নীলদের দলে। অন্য পশুরা ততক্ষণে সম্বিত ফিরে পেয়েছে। চিনতে পেরেছে লালকে? তারা সমস্বরে বলে উঠলো—আরে আরে ওটাওতো একটা শেয়াল! আমরা ভেবেছিলাম 'দেবদূত' 'মেসায়া'; কি বোকা আমরা। ওটাতো নীল শেয়ালের ভাই লাল শিয়াল!

"আমার গল্প ফুরালো
নটে গাছটি মুড়ালো।
আর—খুঁজে পাইনা গল্পের খই।
ঝাঁকে মিশলো ঝাঁকের কই॥

[ঈশপ স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলে গেছেন—নয়া যুগে নয়া গল্প তিনি আমাকে বলে যাবেন। আমি যেন প্রচার করি। —লেখক]

নিখুঁত টিভি
প্যানোরামা
এক বছরের গ্যারাণ্টিসহ
বিক্রেতা:
টেলিষ্টার ইলেকট্রনিক্স
রঘুনাথগঞ্জ, ফুলতলা, মুর্শিদাবাদ
বি দ্রঃ টিভি সারভিসিং করা হয়।

ফরাক্কায় ডাকাতি

ফরাক্কা ঃ এই থানার আঁকুড়া গ্রামের দিলীপ সরকারের বাড়ীতে গত ৬ জুলাই রাত্রে এক ভয়াবহ ডাকাতিতে গৃহস্বামীর ভাই সন্তোষ সরকার দুর্বৃত্তদের হাতে ঘটনা-স্থলে খুন হয়। নগদ টাকা, গয়না, আসবাবপত্র ডাকাতেরা নিয়ে গিয়েছে। পুলিশ এখন পর্যন্ত কাওকে গ্রেপ্তার করেনি।

এন টি পি সিতে বদলীর ঢেউ

ফরাক্কা ঃ এন টি পি সির কনট্রাকট বিভাগের ডেপুটি ম্যানেজার এ, চ্যাটার্জী উড়িষ্যার তালচের প্রোজেক্টের ম্যানেজার পদে যোগ দিচ্ছেন। শ্রীচ্যাটার্জী ১৯৭৯ সালে ফরাক্কা প্রোজেক্টের জন্মলগ্ন থেকেই ছিলেন। তাঁর মধুর ব্যবহার সকলের মন জয় করে। তাঁর বিদায় সম্বর্দ্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সুপার ভাইজার ইউনিয়নের অন্যতম নেতা অনিন্দ্য মৈত্র। এছাড়া কনষ্ট্রাকশন বিভাগের ডেপুটি ম্যানেজার এস, কে, দত্ত উত্তর প্রদেশের আওলিয়া প্রোজেক্টে ম্যানেজার পদে, ফাইনান্সের ডেপুটি ম্যানেজার ডি, কে, সাহা উত্তর প্রদেশের আওলিয়া প্রোজেক্টের ম্যানেজারের পদে ও ফাইনান্সের ম্যানেজার পি, মণ্ডল পাটনা প্রোজেক্টের চীফ ফাইনান্স ম্যানেজার পদে যোগ দিচ্ছেন। ফাইনান্সের ডেপুটি ম্যানেজার বি, পালও অন্যত্র বদলি হয়ে চলে যাচ্ছেন।

পুলিশ নাক ডাকাচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ডাকাতির সময় ডাকাতরা মঙ্গল সরকারকে নৃশংসভাবে খুন করে। সেক্ষেত্রেও পুলিশ প্রথমে কাউকে ধরতে চেষ্টা করেনি। পরে উপর মহলের চাপে কয়েকজনকে ধরে চালান দেয়। কিন্তু তারা সে-দিনেই জামিনে খালাস পেয়ে গ্রামে আসে ও গ্রামের মানুষকে শাসায় যে সাক্ষী দেবে তাকেই খুন করা হবে। পুলিশকে জানালেও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। রাজনৈতিক কোন দলই বিশেষ সম্প্রদায়ের ভোট হারাবার ভয়ে এদের ঘাঁটাতে সাহস পায় না। আশেপাশের শান্তিপ্রিয় মানুষ আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। সাধারণ মানুষের অভিযোগ—পুলিশ প্রশাসনের গাফিলতিই মালঞ্চা, অন্তর্দীপা, জিগরী প্রভৃতি গ্রামের অরাজক পরিস্থিতির জন্য দায়ী।

বোর্ড গড়ল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জঙ্গিপুরের বাম কমিশনারদের মধ্যে দু'জন তাঁদের দলে যোগ দিয়েছেন ও কংগ্রেস বোর্ড গঠন করছে। এদিকে বাম জোটের আলোচনার পূর্বের সর্ত্তহীন সমর্থনের পথ থেকে পরমেশ পাণ্ডে সরে আসেন। তিনি নাকি দাবী করেন তাঁকে চেয়ারম্যানের পদ দিতে হবে। কিন্তু বাম জোট তাঁকে জানায় আগে থেকে কোন সর্ত্ত মেনে নেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি লিখিত সমর্থন দিলে এবং জোটের সভায় অংশ নিলে তবে পদ নিয়ে কথাবার্তা হবে। পরমেশবাবু তাতে রাজী হন না। এবং আগেই সর্ত্তের স্বীকৃতি দাবী করেন। এই পরিস্থিতিতে শহরে রটে যায় বাম জোট পরমেশ পাণ্ডের সমর্থনে বোর্ড গঠন করছেন। অপর দিকে কংগ্রেস (ই) প্রচার শুরু করে—বামের দু'জন কমিশনার ওঁদের দিকে যোগ দিয়েছেন। সুদীপ ব্যানার্জীর প্রতিবেদন তাতে ইন্ধন যোগায়। ১৫ জুলাই রাত্রি ১১টা পর্যন্ত শেষ চেষ্টা করে কোন সিদ্ধান্তে না আসতে পারায় বাম জোট বোর্ড গঠনের আশা ছেড়ে দেন। ১৬ জুলাই কংগ্রেস (ই) নির্দল প্রার্থী পরমেশ পাণ্ডেকে চেয়ারম্যান ও সাম মহম্মদ বিশ্বাসকে ভাইস চেয়ারম্যান করে বোর্ড গঠন করেন। বিরোধী পক্ষে থাকলেন বামজোট।

ধুলিয়ানে বাম ফ্রন্ট শেষ পর্যন্ত বোর্ড গঠন করলেন। ১৪টি ওয়ার্ডের দলগত অবস্থা—কংগ্রেস ৫, সি. পি, এম, ৫, নির্দল ২ ও বি জে, পি ২। এই পরিস্থিতিতে দু'জন নির্দল প্রার্থী সি, পি, এমকে সমর্থন জানায় এবং দু'জন বি. জে, পি প্রার্থী কোন দলকেই সমর্থন করেন না। ফলে বোর্ড গঠনে সি, পি. এম জয়ী হয়। চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন যথাক্রমে সত্যদেব গুপ্ত (সি, পি, এম) আতাউর রহমান (নির্দল)।

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্যব্যবহারের জন্য
সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী, সোফা কাম বেড, ষ্টীল চেয়ার, ফোল্ডিং খাট, ডাইনিং টেবিল, পিউরো ওয়াটার ফিল্টার ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন। এছাড়া অফিসের জন্য গোদরেজ, রাজ এণ্ড রাজ, বোম্বে সেফের যাবতীয় আসবাবপত্র কোম্পানীর দামে সরবরাহ করা হয়।

সহজ কিস্তিতে বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস

রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

ফোন ঃ ১১৫
সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ষোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

যৌতুকে V I P
সকল অনুষ্ঠানে V I P
ভ্রমণের সাথী V I P
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
V I P সেন্টারে
এজেণ্ট
প্রভাত ষ্টোর দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।